সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন

৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৫

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

০৭ নভেম্বর, শনিবার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২৩ কার্তিক ১৪২২
০৭ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন'-এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সমবায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দারিদ্র্য দূরীকরণ, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ পারস্পরিক ঐক্য ও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করে শোষণহীন, সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি সংবিধানে সমবায় ও সমবায়ী মালিকানাকে বিশেষ গুরুত্ব এবং মর্যাদা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সৎ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিসহ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্যটি খুবই সময়োপযোগী।

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি একত্রিত করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ এবং শহরের নিম্ন আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি, উৎপাদনবৃদ্ধিসহ সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে সরকার সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি, একটি বাড়ি একটি খামার, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি, কর্মসংস্থান ব্যাংক সৃষ্টিসহ নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ফলে বাংলাদেশ আজ মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত হতে চলেছে। আমার বিশ্বাস স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। উন্নয়নের এ গতিধারা চলমান রাখার স্বার্থে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে বলে আমি মনে করি।

জাতীয় সমবায় দিবসে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমি সমবায়ী ভাই-বোনদেরকে আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সমবায় আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আজ ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। সারা দেশব্যাপী উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে এ দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেয়ায় আমি আনন্দিত। এ বছরের জাতীয় সমবায় দিবসে "সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন" এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে সমবায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে বিকল্প ধারা সৃষ্টি অবশ্যই গুরুত্বের দাবী রাখে। একটি দেশের স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও টেকসই উন্নয়নে উদ্যোক্তা সৃষ্টির বিকল্প নেই। এতকাল আমরা ব্যক্তি উদ্যোগের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছি। কিন্তু ব্যক্তি উদ্যোগের সাথে ব্যক্তির একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অতি মুনাফা লাভের প্রচেষ্টা যুক্ত থাকায় ব্যক্তি উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। সেক্ষেত্রে সমবায়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে।

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সময়োপযোগী নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" বাস্তবায়ন এবং দেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি এখন সময়ের দাবী।

সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সমবায়ের অবদান আরও বেগবান হবে, জাতীয় সমবায় দিবসে এটাই আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৫ উদযাপনের লক্ষ্যে সকল সমবায়ী ভাই-বোনদেরকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। ঐতিহ্যবাহী এ দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন"। সময়ের পরিক্রমায় এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। টেকসই সামষ্টিক উন্নয়নে সমবায়ের কোনই বিকল্প নেই। আর টেকসই সামষ্টিক উন্নয়নে চাই দক্ষ ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন উদ্যোক্তা। একমাত্র সমবায়ের প্রত্যয়ই দক্ষ ও গণতান্ত্রিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির পথ খুলে দিতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে সমবায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি হতে পারে টেকসই উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। বিভিন্ন শ্রেণি পেশা তথা সকল স্তরের জনগণের সমবায়ের পতাকাতলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা সম্ভব। আর এ স্বনির্ভরতাই একজন মানুষকে মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করে নিরাপদ জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে পারে।

স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিকে জাতীয় অর্থনীতির মূল স্রোত ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে টেকসই উন্নয়নে সমবায়ই একমাত্র হাতিয়ার বলে আমার বিশ্বাস যা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর চিন্তা-চেতনায় প্রথমেই স্থান দিয়েছিলেন। গণতন্ত্রের মানস কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন সে প্রচেষ্টায় এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। আমি আশা করছি জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৫ এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশের সকল স্তরের সমবায় সমিতির নেতৃবৃন্দ ও সদস্যগণ নতুন উদ্দীপনায় সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ঘটিয়ে দেশকে অতি দ্রুত মধ্যম আয়ের দিকে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস ও সমবায় আন্দোলন সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি)

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

২৩ কার্তিক ১৪২২
০৭ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সারাদেশে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস পালিত হচ্ছে। এ দিনে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উত্তরণের পথে। দেশের এই অর্থনৈতিক উত্তরণের কালে **"সমবায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন"** এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নতুন উদ্যমে পালিত হতে যাচ্ছে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস যা খুবই যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী। দেশের প্রতি পাঁচ জন প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকের একজন যেখানে সমবায়ী সেখানে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমবায়ই হতে পারে অন্যতম মাধ্যম।

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বিন্দু বিন্দু জল-গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল" এই মর্মবাণীই সমবায়ের মূল মন্ত্র। সমবায় সমিতি স্বপ্রণোদিতভাবে সংগঠিত, দরিদ্র ও বেকার মানুষের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন তথা স্বনির্ভরতা অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার। সরকারী বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি স্বেচ্ছায় পুঁজি সংগ্রহ ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অসংখ্য মানুষকে স্বাবলম্বী করেছে। আনুষ্ঠানিক সমবায় জীবনযাত্রাকে উন্নত করার জন্য একটি কার্যকরী কৌশল বা প্রচেষ্টা। সমবায় টেকসই হলে সকলের উন্নয়নকে নিশ্চিত করে মানুষ সমবেতভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে, নিজেদের মধ্যে সুখ, দুঃখকে ভাগাভাগি করবে তখন প্রকৃত অর্থে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে এবং একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা পাবে।

সমবায়ের যা কিছু সফলতা আছে তা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ব্যর্থতা দূরীকরণে বলিষ্ঠ সমবায়ী পদক্ষেপ গ্রহণই হতে পারে চলমান শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রধান কৌশল। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান অনস্বীকার্য। বহু বাধা-বিপত্তি, সাফল্য-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে সমবায় দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক মুক্তির গণসমাদৃত আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৯৬টি সমবায় সমিতিতে ১ কোটিরও অধিক সমবায়ী নানামুখী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে এবং প্রতিটি উৎপাদনমুখী সমিতির উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমবায়ের মাধ্যমে বাজার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করা হলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

সমবায়ের সমস্যা ও দুর্বলতাসমূহ দূরীভূত করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সমবায়ের আদর্শ হোক উন্নয়নের প্রধানতম মাধ্যম। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মফিজুল ইসলাম)

সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন

মোঃ মফিজুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর

মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়া মানুষের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়া কখনই টেকসই হতে পারে না। অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন তখনই নিশ্চিত হয় যখন মানুষ একে অপরের সহযোগী হয়, সহমর্মী হয়, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মুনাফা ও ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার মানসিকতা লালন করে। মানুষের সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিদিন তৈরী হচ্ছে রাস্তা, ব্রীজ, বিদ্যুৎকেন্দ্র, কলকারখানাসহ নানা ধরনের ভৌত অবকাঠামো। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, চিকিৎসকসহ সকল পেশার মানুষ সর্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকছে। কিন্তু যার জন্য সেবা সেই মানব সমাজকে সুগঠিতভাবে গড়ে তোলার জন্য এমন হাতিয়ার প্রয়োজন যেখানে সম্পদ আহরণের জন্য ব্যক্তিগত আকাংক্ষা থাকবে, লোভ থাকবে না। মানুষ উন্নততর জীবনের দিকে ধাবিত হবে, বিলাসিতার দিকে নয়। প্রতিটি মানুষ হিংসাকে পরিহার করে, পরস্পরের সুখ দুঃখকে ভাগ করে নেয়ার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি খুঁজবে। এমন মানব সমাজ গড়ে তোলার জন্য কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ মৌলনীতি প্রয়োজন, যা সকলকে এক কাতারে নিয়ে আসবে। এটি কেবল করতে পারে 'সমবায়'। কেননা ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, পেশা আর সামাজিক অবস্থানভেদে কোন কিছুই সমবায়ের পতাকাতলে আশ্রয় পেতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বর্তমানে International Cooperative Alliance-ICA অনুমোদিত সমবায়ের ৭টি মূলনীতি হল: ১. স্বতঃস্ফূর্ত ও অবাধ সদস্যপদ (Voluntary and Open Membership); ২. গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সদস্য নিয়ন্ত্রণ (Democratic Member Control); ৩. সদস্যের আর্থিক অংশগ্রহণ (Member Economic Participation); ৪. স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতা (Autonomy and Independence); ৫. শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও তথ্য (Education, Training and Information); ৬. আন্তঃসমবায় সহযোগিতা (Co-operation Among Co-operatives); ৭. সামাজিক অঙ্গীকার (Concern for Community)।

প্রকৌশলীগণ যেমনিভাবে উন্নয়ন সহায়ক উচ্চতর সেবাধর্মী ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করে, তেমনিভাবে উল্লিখিত মৌলনীতির সমন্বয়ে সমবায় ভিত্তিক আদর্শ মানব সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ করা যেতে পারে। এ ধরনের সামাজিক অবকাঠামোই উন্নয়নকে স্থায়িত্ব দিতে পারে, প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে এবং সত্যিকার সেবা নিশ্চিত করতে পারে।

উন্নয়ন বান্ধব, প্রগতি বান্ধব এবং উচ্চতর প্রযুক্তি বান্ধব সমাজ কাঠামো নির্মাণের জন্য সমবায় ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কৃষি, শিল্প বা সেবা তথা অর্থনীতির প্রতিটি খাতে সমবায় ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি হলে সেই সামাজিক পরিকাঠামো যে কোন ভৌত উন্নয়নকে সহজেই গ্রহণ করে মানুষের জন্য উচ্চতর সেবা নিশ্চিত করতে পারে।

ICA এর সাম্প্রতিক তথ্য থেকে জানা যায় ২০১২ সালে বিশ্বে মোট সমবায়ীর সংখ্যা ছিল ১ বিলিয়ন এবং শীর্ষ স্থানীয় ৩০০টি সমবায় সমিতির সম্মিলিত টার্নওভার ছিল ২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা শীর্ষ স্থানীয় GDP অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে অষ্টম স্থানের সমান। ভারতে মোট ভোগ্য পণ্যের ৬৭% সরবরাহ করে থাকে সমবায় সমিতিগুলো। ৪০% আফ্রিকান মানুষের আবাসিক সুবিধা দিয়ে থাকে সে দেশের সমবায় সমিতি। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ৩৬টি দেশের ৫৫৩টি সমবায় সমিতি সে দেশগুলোর কৃষি উৎপাদন থেকে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় ভোক্তাগণের নিকট সকল কৃষিজাত ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করে থাকে এবং এ প্রক্রিয়ায় তারা ২০১০ সালে মোট আয় করেছে ৪৮২.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা সেই সময়ে বাংলাদেশের মোট GDP (২০১২ সালে ছিল ১১০.৬১) এর ৪ গুণেরও বেশী। জাপানের একটি সমবায় সমিতি National Federation of Agriculture Co-operative (Zen-Noh) এর বার্ষিক আয় বাংলাদেশের মোট GDP এর ৫০ শতাংশের চেয়েও বেশী। এ সকল পরিসংখ্যান আপাতদৃষ্টিতে বিস্ময়কর মনে হলেও বিশ্বের ধনী দেশ থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের দেশ পর্যন্ত সমবায়ের সাফল্য গাথা প্রায় সমান।

মাত্র ৯ মাসে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পেছনেও ছিল সমবায় নীতির সফল প্রয়োগ। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সারা দেশের মানুষ ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, বয়স, শ্রেণী ও পেশা ভেদে সকল বাঙ্গালী এক হয়ে মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল বলেই এত অল্প সময়ে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী পাকিস্তানকে পরাজিত করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। তাই বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে সম্পদের মালিকানার অন্যতম খাত হিসেবে সমবায়কে স্বীকৃতি প্রদান করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েই সমবায়কে সীমাবদ্ধ রাখেননি, একইসাথে তিনি গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং শোষিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন দর্শনের আওতায় সমবায়কে অন্যতম কৌশলিক হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের কৃষিতে যে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল তার পিছনে সমবায়ের অবদান অনস্বীকার্য। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতিটি গ্রামে বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায় গঠনের ডাক দিয়েছিলেন এবং এ সকল সমবায় সমিতির মাধ্যমে গভীর নলকূপ স্থাপন, উন্নতমানের বীজ, সার এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছিলেন। এ প্রক্রিয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মান্ধাতা আমলের কৃষি- আধুনিক চাষাবাদের আওতায় আসে। সত্যিকার অর্থে কৃষিখাতে এই ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে খাদ্য উৎপাদন দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি উদ্যোক্তাগণ সমবায়ের সহায়তায় আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে তার মাধ্যমে কৃষিকে উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

প্রায় একই সময়ে বঙ্গবন্ধু দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার কাঠামো তৈরীর জন্য মিল্কভিটা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর আওতায় সারা দেশে প্রায় ১৯০০টি সমবায় সমিতির মাধ্যমে ১ লক্ষ ২ হাজার ক্ষুদ্র সমবায়ী উদ্যোক্তা দুগ্ধ উৎপাদন করে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মিল্ক ভিটা প্রতিদিন প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার লিটার তরল দুধ এবং অন্যান্য দুগ্ধ সামগ্রী উৎপাদন করে ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। ফলে দুগ্ধখাতে একটি টেকসই উৎপাদন ও বাজার কাঠামো গড়ে উঠেছে। সমবায় উদ্যোক্তা টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে-এর একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে কাজ করছে মিল্ক ভিটা।

কৃষি ছাড়াও ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সমবায় উদ্যোগ টেকসই অর্থনীতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশ ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ডসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে সমবায় উদ্যোগের ব্যাপক সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। আমরা ঐ সকল দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশেও সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ সমপ্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি।

বাংলাদেশে বর্তমানে সমবায় খাতের কিছু পরিসংখ্যান নিম্নে তুলে ধরা হল :

১. সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৮,৫৯৬ টি।
২. ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,০৩,২৬,৮৬৩ জন।
৩. মোট কার্যকরী মূলধন ১২,৫৪৮.৯০ কোটি টাকা।
৪. মোট সম্পদ (ভৌত ও আর্থিক) ৭,৮৬৩.০২ কোটি টাকা।
৫. সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান (ক্রমপুঞ্জিভূত) ৫,১৩,৪৭৩ জন।

সূত্র : সমবায় অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন জুন/২০১৫

উপরে বর্ণিত পরিসংখ্যান থেকে এটি বলা যায় যে, সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের ভৌত ও আর্থিক স্বামর্থ্য বাংলাদেশের সমবায় সেক্টরের রয়েছে। কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগকে অর্থবহ করা সম্ভব। সে লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায় ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় সারা দেশে পণ্য উৎপাদনের বিশেষায়িত অঞ্চল চিহ্নিত করে দশটি নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ নেটওয়ার্ক তৈরী করা হবে। সমবায় ভিত্তিক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুণগতমান অটুট রাখার বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উৎপাদনকারী ও ভোক্তার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কার্যকর বাজার কাঠামো গড়ে তোলা হবে। যেখানে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা উভয়ই Win Win অবস্থায় থাকবে।

সারা দেশের সমবায়ীরা নিজস্ব উদ্যোগে নিজেদের আর্থিক ও মানব সম্পদ ব্যবহার করে কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সেবাসহ নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ সকল উদ্যোগকে অর্থবহ এবং অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমবায়ীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমবায় সমিতিসমূহের কার্যক্রম তদারকী ও নিরীক্ষার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের শুন্যপদ পূরণ করে জনবলের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি সমবায় অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সমবায় একাডেমী এবং ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে সমবায়ীদেরকে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান, সুষ্ঠুভাবে সমবায় সমিতি পরিচালনা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সার্বিকভাবে দেশে একটি সুষ্ঠু সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় সমিতিসমূহের ইতিবাচক অবদানকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর নানা ধরনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সমবায় ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৪.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একইসাথে প্রায় ৪২.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল ও খুলনা জেলার দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সফলতার সাথে এগিয়ে চলছে। সমবায় অধিদপ্তর হতে সমবায়ের মাধ্যমে গারো সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়নের পর সারাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা উন্নয়নের জন্য ৩৬.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জন্য সমবায় ভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সমবায় ভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতির সকল খাতে সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। এ প্রক্রিয়ায় ভোক্তা ও উৎপাদকের মধ্যে কার্যকর বাজার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হলে টেকসই উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে এবং অর্থনীতিতে এর যে ইতিবাচক ফলাফল দেখা দিবে তা সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তখনই সমবায় আন্দোলন উন্নয়ন বান্ধব মানব সমাজ গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে এবং যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ করতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৩ কার্তিক ১৪২২
০৭ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

আজ ০৭ নভেম্বর ২০১৫ দেশে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের সকল সমবায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষুদামুক্ত, দারিদ্র্য মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সমবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে সমবায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আমরা জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আমরা রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে সমবায়কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। 'একটি বাড়ী একটি খামার' ও 'আশ্রয়ণ'সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা হচ্ছে। আমরা সহায়-সম্পদহীন মানুষের আবাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আমরা যুগোপযোগী সমবায় সমিতি আইন প্রণয়ন করেছি। উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় বাজার স্থাপন ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করা হয়েছে। আমরা সমবায় ভিত্তিক ব্যবসা উন্নয়নে যুব সমাজকে অধিক হারে সম্পৃক্ত করেছি। আমাদের এসকল পদক্ষেপের ফলে দেশে সমবায় আন্দোলন বেগবান হয়েছে।

আমি আশা করি, শুধু চাকুরির প্রত্যাশায় না থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধন একত্রিত করে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সকলে এগিয়ে আসবেন। এতে উদ্যোক্তাগণ অর্থনৈতিকভাবে নিজেরা লাভবান হবেন। দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। সামাজিক সংহতি গড়ে উঠবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। দেশ ও জাতি আরও এগিয়ে যাবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সফল হয়েছি। এ মুহূর্তে সরকারের প্রচেষ্টা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। টেকসই উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করতে হলে সমবায়ের আদর্শ ও মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখতে হবে। পণ্য-সামগ্রী উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকা- আরও অবদান রাখার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে নিবেদিত হতে আমি দেশের সকল সমবায়ী ভাই-বোনকে আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

২৩ কার্তিক ১৪২২
০৭ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

"সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন"– শীর্ষক প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ নভেম্বর ২০১৫ শনিবার ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। সমবায় অঙ্গনের এমন একটি আনন্দঘন মুহূর্তে দেশের সকল সমবায়ী ভাইবোনদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

দারিদ্র বিমোচন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরিক্ষীত মাধ্যম হচ্ছে সমবায়। একমাত্র সমবায়ের মাধ্যমেই উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং তার টেকসই রূপ দেয়া সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা। নতুন এসব উদ্যোক্তা কর্মক্ষেত্রের দিগন্ত প্রসারিত করে অর্থনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিবেচনা করে এবারের জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করায় আমি সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।

সমবায়ের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় যৌথ খামার, বাধ্যতামূলক গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে এদেশে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণে আজ তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমবায় খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। একটি বাড়ী একটি খামার এবং আশ্রয়ন প্রকল্পের মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে তিনি সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করতে সবাই এগিয়ে আসুন।

যাদের প্রচেষ্টায় জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হচ্ছে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, এমপি)

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৩ কার্তিক ১৪২২
০৭ নভেম্বর ২০১৫

বাণী

আজ ৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হচ্ছে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এ বছর জাতীয় সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন"। সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য ব্যাপক।

দারিদ্র্য বিমোচনে সমবায় অনেক প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমবায় হচ্ছে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আদর্শ ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের সংবিধানে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে সমবায় যথাযথভাবেই স্বীকৃত।

বাংলাদেশে সমবায় পদ্ধতি শত বছরের অধিক সময়ের অনুসৃত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যা অনেক অসম প্রতিযোগিতা ও পরীক্ষার মাঝে সগৌরবে মাথা উঁচু করে টিকে আছে। পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা উভয়ের যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সমবায়কে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণে একটি মডেল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান সরকারের টেকসই উন্নয়নের যে লক্ষ্য রয়েছে সেক্ষেত্রে সমবায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

এদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমবায়ের সাথে যুক্ত। সমবায়ীরা তাদের মেধা, শ্রম, দক্ষতা ও আন্তরিকতা দিয়ে দেশের জন্য একটি সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গঠন করতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবসের সাফল্য কামনা করি। সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এম এ কাদের সরকার)

সভাপতি
বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন
ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী
সমবায় ইউনিয়ন লিঃ

বাণী

২০১৫ সালের নভেম্বর মাসের শনিবার ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হতে যাচ্ছে ৪৪তম জাতীয় সমবায় দিবস। এ উপলক্ষে দেশের সকল সমবায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন'। কালের আবর্তে প্রতিপাদ্যটির তাৎপর্য ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের জীবন ধারণ ও উন্নয়নের জন্য সমবেত প্রচেষ্টার অনুশীলন মানব ইতিহাসের শুরু থেকে চলে এসেছে। বর্তমানে পরিবেশ পরিস্থিতির পরিবর্তন হলেও কর্মকৌশল হিসেবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সমষ্টিগত উদ্যোগের আবশ্যিকতা বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সমবায়কে সম্পদ মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দারিদ্র্যমুক্ত অর্থনীতি, সামাজিক ন্যায় বিচার, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সুশাসন ও দুষনমুক্ত পরিবেশ গড়ার প্রচেষ্টায় সফল বাস্তবায়নে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং সকল শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। তাই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের পাশাপাশি সমবায় খাতে সবল উপস্থিতি সমভাবে প্রয়োজন। বিন্দু থেকে সিন্দু– এ সমবায় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, সে সঙ্গে নতুন নতুন দিগন্ত সংযোজিত হচ্ছে সমবায় অঙ্গণে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত 'গণমুখী সমবায় আন্দালন' এর বিকল্প নেই। এ আন্দোলন সফল করতে একদিকে যেমন দরকার প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নয়নসহ বর্তমান সমবায় আন্দোলন জোরদার ও বহুমুখী সম্প্রসারণ তেমন প্রয়োজন সমবায় চেতনা ভিত্তিক একটি দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করা যার উপর ভিত্তি করে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। উন্নয়ন মানে মাথাপিছু আয় নয়, উন্নয়ন মানে– ধনী গরীবের বৈষম্য হ্রাস। উন্নয়নকে দেখতে হবে সমবায় আন্দোলন হিসেবে যার মুখ্য ভূমিকা হবে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

সমবায় আন্দোলন দেশের দারিদ্র্য ও স্বল্প বিত্ত জনগোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র সম্পদকে একত্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ রচনা করছে। সমবায় ব্যাক্তি উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমষ্টি উদ্যোগে বিশ্বাস করে কিন্তু কোন প্রকার সেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়না। সামাজিক ও আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে দৃশ্যমান করে বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারে একমাত্র সমবায় আন্দোলন।

সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ২ লক্ষাধিক সমবায় সমিতি ও এর সাথে সম্পৃক্ত কোটি কোটি সমবায়ী যৌথ প্রচেষ্টায় দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ নাদির হোসেন লিপু

সৌজন্যে :
CCULB
'ক্রেডিট ইউনিয়ন : মানুষ মানুষের জন্য'
দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লিঃ (কাল্‌ব)